দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 APR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে সাত শতাধিক বহিষ্কৃত

ইত্তেফাক রিপোর্ট।। গতকাল বুধবার দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। কোথাও তেমন কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। তবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৪টি বোর্ডে প্রায় ৭ শত পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। রাজশাহী বোর্ডে সবচাইতে বেশী মোট ৩৩৭ জন বহিষ্কৃত হইয়াছে। কুমিল্লা বোর্ডে ২১৪ জন ও ঢাকা বোর্ডে ৮১ জন বহিষ্কৃত হইয়াছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডে বহিষ্কারের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই। আমাদের যশোর প্রতিনিধি জানান, এই শিক্ষা বোর্ডে ৭টি কেন্দ্রে ২০ জন বহিষ্কৃত হয়। ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, মহানগরীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কোন কেন্দ্রেই বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে নাই। ঢাকা বোর্ডের আওতায় নরসিংদীতে ১৫ জন, মুন্সিগঞ্জে ১৫ জন, মানিকগঞ্জে ১ জন, ফরিদপুরে ৮ জন, মাদারীপুরে ২ জন, শরিয়তপুরে ২ জন, রাজবাড়িতে ১ জন, গোপালগঞ্জে (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

এস এস সি

(১ম পৃঃ পর)

৫ জন, ময়মনসিংহে ৩৮ জন, শেরপুরে ২জন বহিষ্কৃত হয়।

রাজশাহী বোর্ড সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী শহরে ৫ জন, নবাবগঞ্জে ১ জন, নওগাঁয় ৫ জন, পাবনায় ৪২ জন, সিরাজগঞ্জে ১৫ জন, বগুড়ায় ২৭ জন, জয়পুরহাটে ১ জন, রংপুরে ৬২ জন. গাইবান্ধায় ৫৯ জন, কুড়িগ্রামে ২ জন, নীলফামারীতে ২ জন, দিনাজপুরে ৯৭ জন, ঠাকুরগাঁওয়ে ২১ জন বহিষ্কৃত হয়। কুমিল্লা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামে ১৬ জন, কক্সবাজারে ৪৭ জন, খাগড়াছড়িতে ১৩ জন, ফেনীতে ১৮ জন, লক্ষ্মীপুরে ১ জন, কুমিল্লায় ৭৩ জন, চাঁদপুরে ২০ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১ জন, সিলেটে ১৩ জন, মৌলভী বাজারে ২ জন, সুনামগঞ্জে ৩ জন, হবিগঞ্জে ১২ জন বহিষ্কৃত হয়।

বরিশাল অফিস জানায়, নূতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হওয়ায় নকলের সুযোগ এবার একেবারে কম। বরিশাল শহরের নয়টি কেন্দ্রে তিন হাজার বারশতের অধিক পরীক্ষার্থী. শহরে কেউ বহিষ্কার হয় নাই। মেহেন্দীগঞ্জে ৫ জন ও বাবুগঞ্জে ১জন বহিষ্কার হইয়াছে।

পটুয়াখালী শহরের একটি কেন্দ্র হইতে ৬ জন ও বরগুনা হইতে ৩ জন বহিষ্কার হয়। বরগুনার বেতাগী কেন্দ্র হইতে একজন পরিদর্শককে বহিষ্কার করা হয়। তিনি একজন পরীক্ষার্থীকে নৈর্ব্যক্তিক অংশে সাহায্য করিতেছিলেন।

আমাদের সংবাদদাতারা জানান কুড়িগ্রাম : সদর কেন্দ্রে ২ জন বহিষ্কৃত। রংপুর : বদরগঞ্জ কেন্দ্রে ২৯ জন, মিঠাপুকুরে ৬ জন, পীরগঞ্জে ৯ জন, পীরগাছায় ৫ জন, হারাগাছে ২ জন, তারাগঞ্জে ৭ জন ও গঙ্গাচড়া কেন্দ্র হইতে ৪ জন বহিষ্কৃত। বগুড়া : জেলায় প্রথম দিনে ৭৩ জন পরীক্ষা দানে বিরত থাকে। শিবগঞ্জ-৪, সোনাতলা-৩, গাবতলী-১১, সারিয়াকান্দি-১, ধুনট-১, নন্দীগ্রাম-২, আদমদীঘি-৪ ও বগুড়া সদর-১ জন বহিষ্কৃত।

ফেনী : ফেনী কেন্দ্র ৭ দাগনভুইয়া ১, পরশুরাম ১ হইতে ৫ ও পরশুরাম ২ (ফুলগাজী) হইতে ৫ জন বহিষ্কৃত। দাউদকান্দি : কেন্দ্রে ২৩ জন বহিষ্কৃত।

নাটোর : লালপুরে একজন বহিষ্কৃত। সময়মত প্রশ্নপত্র বিলি না হওয়ায় মহারাজা স্কুল ও নববিধান গার্লস স্কুল কেন্দ্রে আধঘন্টা বিলম্বে পরীক্ষা শুরু। নরসিংদী : মনোহরদী ১৩ জন এবং পলাশ হইতে ২ জন বহিষ্কৃত। ঠাকুরগাওয়ে ৪, পীরগঞ্জ ২ এবং রাণীশংকৈলে ১০ জন বহিষ্কৃত। নড়াইল কেন্দ্র হইতে ১ জন বহিষ্কৃত। পাবনা আটঘরিয়া ১ ও বেড়া বিবি হাইস্কুল হইতে ৩ জন বহিষ্কৃত। শরীয়তপুর : নড়িয়া ১, জাজিরা ১ ও শরীয়তপুর সদর হইতে ১ জন। বহিষ্কৃত। ভাণ্ডারিয়া হইতে ৫জন বহিষ্কৃত। নেত্রকোনা : বারহাট্টায় ৩জন বহিষ্কৃত। সিরাজগঞ্জ : ৫টি কেন্দ্রে ১৫ জন বহিষ্কৃত। উপজেলা সদর হইতে চৌহালী পরীক্ষা কেন্দ্র ৬ মাইল দূরে দুর্গম চরাঞ্চলে স্থানান্তর করায় পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ট্রাঙ্কের তালা খুলিতে না পারায় তালা ভাঙ্গিয়া প্রশ্নপত্র বিতরণে বিলম্ব হওয়ায় এই কেন্দ্রে ১০ হইতে ৩০ মিনিট বিলম্বে প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়। টাঙ্গাইল : কালিহাতী ৬ জন বহিষ্কৃত।

গাজীপুর : শ্রীপুরে ৩ ও কাপাসিয়ায় ২ জন বহিষ্কৃত। ফরিদপুর : ভাঙ্গা ৬ জন ও সদরে ২ জন বহিষ্কৃত। চাঁদপুর : হাইমচর ১, মতলব ১২, কচুয়া ৬ এবং হাজীগঞ্জে ১ জন বহিষ্কৃত। কক্সবাজার : রামু ১, মহেশখালী ১, কক্সবাজার সরকারী হাইস্কুল ২, চকোরিয়ায় ৬, কুতুবদিয়ায় ২, উখিয়া ৯ ও টেকনাফে ২ জন বহিষ্কৃত। পঞ্চগড় : সদর কেন্দ্রে ২ জন বহিষ্কৃত। জামালপুর : বকশীগঞ্জে ৩জন বহিষ্কৃত। শেরপুর : মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ১ এবং জিকে স্কুল কেন্দ্রে ১জন বহিষ্কৃত। নওগাঁ : ধামুরহাট ১, বদলগাছি ১, ও রানীনগরে ৩ জন বহিষ্কৃত।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির-উদ্দিন সরকার গতকাল ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল সরকারী বালক বিদ্যালয়, ঢাকা ওয়েষ্টার্ণ ইউসুফ উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমণ্ডি গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও ওয়েষ্ট এণ্ড হাইস্কুলে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শিক্ষামন্ত্রী কর্তব্যরত শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের পরীক্ষা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। শিক্ষা সচিব শফিউল আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা মহাপরিচালক অধ্যাপক ইউনুস মিয়া, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুল হক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব ইউনুস আলী দেওয়ান ও ঢাকা জেলা প্রশাসক জনাব নাজমুল আলম সিদ্দিকী এ-সময় উপস্থিত ছিলেন।